দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২৩শে বৈশাখ, ১৩৯৪

07 MAY 1987

পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ১ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

ডিগ্রী পরীক্ষার ফল

অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৬ সালের বিএসসি ও বিকম পাস পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষা দুটোর ফলাফল পর্যালোচনায় তিনটি বিষয় বিশেষভাবে নজরে পড়ে। এগুলো হচ্ছে—এক, ফল প্রকাশে কর্তৃপক্ষের রেকর্ড পরিমাণ বিলম্ব; দুই, পাসের চেয়ে ফেলের সংখ্যাধিক্য ও বহু কলেজ থেকে কোন পরীক্ষার্থীরই কৃতকার্য হতে না পারা এবং তিন, বড় বড় শহরের নামকরা কলেজের তুলনায় মফস্বলের অনেক অখ্যাত কলেজের অবিশ্বাস্য রকম 'ভাল' ফল।

ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশে যেখানে মাস তিনেক সময় লাগার কথা সেখানে এবার বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের ফল প্রকাশে কর্তৃপক্ষ সময় নিয়েছেন দীর্ঘ আট মাস। তার ওপর বিএ পরীক্ষার ফল এখনো প্রকাশই করতে পারেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের কারণে অনেক মেধাবী ছাত্রও স্নাতক সম্মান কোর্সে ভর্তি না হয়ে পাসকোর্সে ভর্তি হয় যথাসময়ে শিক্ষাজীবন শেষ করতে। এখন তাদের সেই পথও বন্ধ হবার উপক্রম। ফলে শিক্ষার্থীদের জীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হচ্ছে, উচ্চতর শিক্ষা বা কর্মজীবনে প্রবেশে বিলম্ব ঘটছে এবং পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বেগ-অনিশ্চয়তার কাল দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

পরীক্ষকদের কাছ থেকে সময়মত খাতা ফেরত না আসাই নাকি ফল প্রকাশে বিলম্বের মূল কারণ। এর জন্য দায়ী কে? এমনও দেখা গেছে, যে শিক্ষক দীর্ঘদিন আগে এক কলেজ থেকে বদলি হয়ে অন্য কলেজে চলে গেছেন তার কাছে সাবেক ঠিকানায় পরীক্ষার খাতা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে খাতা সময় মত ফেরত আসবে কি করে? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পরীক্ষকদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় থাকলে এমনটি হতে পারতো না।

সময়মত খাতা পেয়ে যথাসময়ে সেগুলো দেখে ফেরত দান না করা আরো বেশী আপত্তিকর। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার যে পরিবেশ তাতে বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বছরে ছয় মাসের বেশী খোলা থাকে না। এই অবস্থায় শিক্ষকদের সময়মত খাতা দেখতে না পারার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। এতে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে, কিছু সংখ্যক শিক্ষক সময়মত খাতা দেখার বিষয়টিকে তত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না কিংবা অন্য কাজেই বেশী ব্যস্ত থাকেন?

বিএসসি এবং বিকম পরীক্ষার যে ফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় এবারও কৃতকার্য পরীক্ষার্থীর চেয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই অনেক বেশী। গত কয়েক বছর ধরে এই চিত্রের কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। পরীক্ষায় পাস-ফেলের জন্য পরীক্ষার্থীদের দায়িত্বই সর্বাধিক সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এমন একটা পরিস্থিতি বিরাজ করছে যে, শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ চাপিয়ে পার পাওয়া যাবে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি মাসের পর মাস বন্ধ থাকে, কলেজগুলোতে বহু শিক্ষকের পদ বছরের পর বছর ধরে শূন্য পড়ে থাকে, পাঠাগারগুলোতে বই-পুস্তক এবং গবেষণাগারগুলোতে সরঞ্জামাদির অভাব থাকে তাহলে পরীক্ষায় ফল ভাল হবে কি করে? তদুপরি আমাদের দেশে লেখাপড়া এবং পরীক্ষার যে পদ্ধতি চালু রয়েছে তাও ভাল ফল করার অনুকূল নয়। অতীতে এসব বিষয় নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। কিন্তু সরকার গঠিত পরীক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত কমিটির বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশও ঠুনকো অজুহাতে অগ্রাহ্য হলে অবস্থার উন্নতি আশা করা যাবে কেমন করে।

সামগ্রিকভাবে পরীক্ষার ফল যত খারাপই হোক, আশ্চর্যজনক ভাল ফল করেছে মফস্বলের কয়েকটি 'অখ্যাত' বা তুলনামূলকভাবে কম খ্যাত কলেজ। বড় বড় শহরের নামকরা সরকারী কলেজগুলোর অধিকাংশ ছাত্র যেখানে ফেল করেছে সেখানে এই ধরনের কোন কোন কলেজের অধিকাংশই কৃতকার্য হয়েছে। বিএসসি পরীক্ষায় ঢাকা কলেজের পাসের হার যেখানে ৩৯ শতাংশ, বিএম কলেজের সাড়ে ১৯ শতাংশ, তিতুমীর সরকারী কলেজের পৌনে ২৮ শতাংশ সেখানে মাদারীপুরের বরহামগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের পাসের হার ৮৯ শতাংশ, ঘাটাইল ব্রাহ্মণশাসন গণমহাবিদ্যালয়ের ৮৮ শতাংশ, কাপাসিয়া ডিগ্রী কলেজের ৮১ শতাংশ। বিকম পরীক্ষার ফলেও একই ধারা লক্ষ্য করা যায়।

শহরের চেয়ে মফস্বলের কলেজগুলো পরীক্ষায় ভাল করায় কিংবা কম খ্যাত কলেজগুলো নামকরা কলেজগুলোকে টেক্কা দেয়ায় স্বাভাবিক অবস্থায় খুশি হবারই কথা ছিল। কিন্তু খ্যাতনামা কলেজগুলোতে তুলনামূলকভাবে মেধাবী ছাত্র ভর্তি করা, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের শিক্ষাদান ও শিক্ষার উন্নততর সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও বিপরীত চিত্রের অধিকারী কলেজগুলোর ফল অত্যধিক ভাল হওয়া স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া যায় না। নিশ্চয়ই ঐসব কলেজের ছাত্ররা ফল ভাল করার জন্য যাদুটোনা জানে না, আশ্রয় নেয় অন্য পন্থার, অবলম্বন করে অসদুপায়। এদের সবগুলোতেই পরীক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে অসদুপায় অবলম্বন করেছে, এমন ঢালাও কথা আমরা বলি না। আবার বড় বড় শহরে বা নামকরা কলেজগুলোতে পরীক্ষার্থীরা মোটেই অসদুপায় অবলম্বন করে না, একথাও কেউ বলবেন না। কিন্তু মফস্বলের অনেক জায়গায় যে এর মাত্রা সীমাহীন, চোরাগুপ্তা নকলের জায়গায় চলে প্রকাশ্য গণটোকাটুকি তা আজ ওপেন সিক্রেট ব্যাপার।

এই অবস্থা চলতে থাকলে ভাল ছাত্র, ভাল শিক্ষক, ভাল কলেজের কোন দাম থাকবে না। ভাল ছাত্ররা ভাল [illegible] ভর্তি হবার জন্য ভিড় জমাবে না। ভাল ছাত্র হয়েও হয়ত কে[illegible] বৃথা সময় নষ্ট বা পরিশ্রম করবে না। পরীক্ষা সম্পূর্ণ রূপে প্রহসনে পরিণত হবে। ডিগ্রীরও কোন মূল্য থাকবে না। ইতিমধ্যেই তো গণটোকাটুকির সুবিধা পাওয়ার জন্য শহরের খ্যাতনামা কলেজ থেকে মফস্বলে অনেক কম খ্যাত কলেজে ছাত্রদের চলে যাওয়া শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়াই চলতে থাকুক—এটা যদি কর্তৃপক্ষ না চান তাহলে সকল কলেজে শিক্ষার মান উন্নত ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করার জন্যও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।